যুগান্তর

তারিখ 21 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

স্কুল ভবন নির্মাণ তালিকা কাটছাঁট নিয়মনীতি মানা হয়নি

বিএম জাহাঙ্গীর

দু'বছর স্থগিত থাকার পর জোট সরকারের সময়ে গৃহীত ১ হাজার ৯৬০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প আবার শুরু হচ্ছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নেয়া ৬৩০ কোটি টাকার বিশাল অংকের এ প্রকল্পকে 'শুদ্ধ' করতে এখন ৯ শতাধিক স্কুলের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। তবে তালিকা কাটছাঁট নিয়ে নিয়মনীতির তেমন তোয়াক্কা করা হয়নি। নাম অন্তর্ভুক্তির নামে গোপনে তদবির-বাণিজ্য চলেছে। এভাবে সংশোধিত তালিকায় বিশেষ বিবেচনার নামে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঢুকে দেয়া হয়েছে।

জোট সরকারের শেষদিকে 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। একনেক থেকে অনুমোদিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয় ৬৩০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। এর বাস্তবায়নকাল ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। তিনতলা ভিতসহ একতলা ভবন নির্মাণের জন্য স্কুলপ্রতি বরাদ্দ রাখা হয় ২৯ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ হিসাবে নির্মাণ খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় ৫৮৪ কোটি টাকা। এছাড়া আসবাবপত্র কেনার জন্য ৪৫ কোটি টাকা এবং প্রত্যেক স্কুলে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে হয়নি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

হয়নি : মানা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বরাদ্দ ছিল ৭২ কোটি টাকা। জোট সরকার বিদায় নেয়ার শেষ মুহূর্তে ১১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণে ওয়ার্ক-অর্ডার দেয়া সম্পন্ন হয়। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু হতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে প্রকল্পটি স্থগিত করে দেয়।

সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি সরকারের বেশিরভাগ মন্ত্রী-এমপির তাগিদে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও নির্বাচনী উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। তালিকা বাছাইয়ের জন্য নামে মাত্র একটি মানদণ্ড থাকলেও বাস্তবে নীতিমালা বলে কিছু ছিল না। নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোটের কথা মাথায় রেখে এ প্রকল্প নেয়া হয়। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিএনপির এমপিদের এলাকা থেকে বাছাই করা হয়। এর মধ্যে ঢাকায় ১০৮টি, চট্টগ্রামে ১০৫, কুমিল্লায় ১০২, বগুড়ায় ৬৫, ময়মনসিংহে ৫৭, সিলেটে ৫১, চাঁদপুরে ৫০, বরিশালে ৫০, টাঙ্গাইলে ৪৮, নোয়াখালীতে ৪৩, রাজশাহীতে ৪০, নারায়ণগঞ্জে ৩৯, খুলনায় ৩৮, নরসিংদী ৩৭, নেত্রকোনায় ৩৬, যশোরে ৩৬, কুষ্টিয়ায় ৩৩ ও ভোলায় ৩২টি স্কুল তালিকাভুক্ত করা হয়।

গত বছরের ২৯ অক্টোবর পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, বরাদ্দ হ্রাসযোগ্য প্রকল্পগুলো স্থগিত না করে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রাখার যৌক্তিকতাসহ হ্রাসকৃত বরাদ্দের পরিমাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭ দিনের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানাতে হবে। এরপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের এডিপি যাচাই-বাছাই করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত প্রকল্পটি পুনরায় শুরু করার জন্য অনুমোদন লাভ করে। ব্যয় হ্রাস করে প্রকল্পটিতে এ বছর বরাদ্দ থাকা ৭২ কোটির মধ্যে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়।

এ অবস্থায় ব্যয় কমানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির তালিকা কাটছাঁটের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য কোন যাচাই-বাছাই কমিটি না করে মন্ত্রণালয়ের চিফ প্লানিং মেজবাউদ্দিনকে দিয়ে সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকা কাটছাঁট করে ১০৪২টি স্কুল রেখে ৯১৮টি বাদ দেয়া হয়। তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত ৩ বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও পাসের গড় হার, ১৯৯৫-২০০৫ সময়কালে নির্মিত ভবন ও কক্ষের সংখ্যা এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রকে মূল্যায়ন করা হয়। তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবে এ মানদণ্ড সেভাবে প্রতিপালন করা হয়নি।

স্কুলে পাসের গড় হার ৫০ ভাগের নিচে হলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না বলা হলেও ৩৫ ভাগ পর্যন্ত স্কুল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাসের হার ৭০ ভাগ এবং ১০ বছরের মধ্যে কোন একাডেমিক ভবন নির্মাণ হয়নি, এমন স্কুলকেও তালিকায় রাখা হয়নি। পাসের হার ৫৮.৬২ ভাগ এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের দিক থেকে কোয়ার্টার ওয়ানে থাকা সত্ত্বেও এমন স্কুলকে বাদ দেয়া হয়েছে। তালিকায় এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। সম্প্রতি প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংশোধিত তালিকা কাটছাঁট করে ঢাকায় রাখা হয়েছে ৬৯, বগুড়া জেলায় ৪০, ঝিনাইদহে ২৪, যশোরে ২০, খুলনায় ২৪, বরিশালে ২১, ময়মনসিংহে ৩৩, নেত্রকোনায় ১৪, নরসিংদীতে ২৪, সিলেটে ২০, কুমিল্লায় ৩৭, চাঁদপুরে ১৩, চট্টগ্রামে ৭০ এবং কুষ্টিয়ায় ২২টি প্রভৃতি।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, জোট সরকার আমলের সমালোচিত প্রকল্পটি এভাবে যেনতেনভাবে সংশোধন করা সমীচীন হয়নি। একটি নিরপেক্ষ ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে জেলা পর্যায় থেকে সঠিক তথ্য এনে তালিকা সংশোধন করা উচিত ছিল। যেহেতু প্রকল্পটি একনেক থেকে অনুমোদন করা হয়েছে, তাই সংশোধিত প্রকল্পটি আবার একনেকে নিয়ে সংশোধিত অংশ অনুমোদন করাই সমীচীন। তারা জানান, প্রকল্প সংশোধনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তালিকা প্রণয়ন নিয়ে ব্যাপক তদবির-বাণিজ্য হয়েছে। স্কুলের নাম বহাল রাখার জন্য ওয়ার্ক-অর্ডার পাওয়া ঠিকাদাররাও তদবির করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, একনেক অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধন করা হলে তা পুনরায় একনেকে তোলাই বিধান।

এদিকে এ বিষয়ে তালিকা প্রণয়নকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ প্লানিং অফিসার যুগান্তরকে বলেন, তালিকা সংশোধনে কোন অনিয়ম হয়নি। নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পের পিডি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান-প্রকৌশলী একেএম শাহজাহান পাটোয়ারী যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে তালিকা সংশোধন করেছে। এমনিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেরি হয়ে গেছে। যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন তার জানা মতে তালিকা সংশোধনে কোন অনিয়ম হয়নি। একটি মানদণ্ড মেনে তা করা হয়েছে। শিক্ষা সচিব বলেন, নিয়মানুযায়ী প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে যাবে। তারা মনে করলে পুনরায় তা একনেকে তুলতে পারেন।